বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য
অর্থনীতি ২য় পত্র
প্রশ্ন-উত্তর
মডেল প্রশ্ন-০১

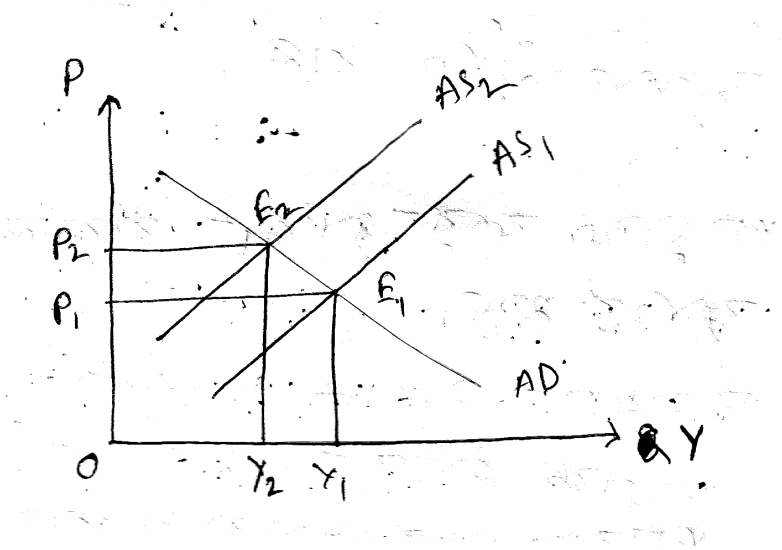

ক. মুদ্রাস্ফীতি কী? ১
খ. পরোক্ষ কর মুদ্রাস্ফীতিকে প্রভাবিত করে ব্যাখ্যা কর। ২
গ. চিত্রে কোন ধরনের মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. সামগ্রিক চাহিদা বৃদ্ধি পেলে প্রদত্ত চিত্রে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতিটির কারন বিশ্লেষন কর। ৪

উত্তরঃ (ক)

দ্রব্যমুল্যের ক্রমাগত বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।

উত্তরঃ (খ)

পরোক্ষ কর বৃদ্ধি করলে মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়।

সরকার ব্যাপক হারে পন্য সামগ্রীর উপর পরোক্ষ কর আরোপ করলে উৎপাদন খরচ বৃদ্ধি পেয়ে দ্রব্য সামগ্রীর মুল্য বৃদ্ধি পায়। ফলে মুদ্রাস্ফীতির সৃষ্টি হয়।

উত্তরঃ (গ)

ব্যায় বৃদ্দিজনিত মুদ্রাস্ফীতি
- কাকে বলে লিখতে হবে।
- ব্যায় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয় কেন? কীভাবে দুর করা যায় ব্যাখ্যা করতে হবে। চিত্রে কীভাবে ব্যায় বৃদ্ধি জনিত মুদ্রাস্ফীতি সৃষ্টি হয়েছে ব্যাখ্যা করতে হবে।

উত্তরঃ (ঘ)

চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি
- কাকে বলে লিখতে হবে

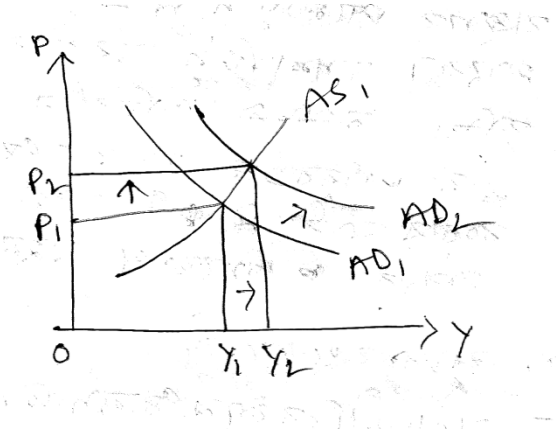

- চিত্রে AD রেখা ডানদিকে Shift করেছে।
- চিত্রের ব্যাখ্যা দিতে হবে। কীভাবে চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতি হয়েছে লিখতে হবে।
- চাহিদা বৃদ্ধিজনিত মুদ্রাস্ফীতির কারণ লিখতে হবে।

বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য
অর্থনীতি ২য় পত্র
প্রশ্ন-উত্তর
মডেল প্রশ্ন-০২

B দেশের ২০১৬ সালে ভোক্তা সুচক ছিল ১৫০ এবং ২০১৭ সালে ভোক্তা মুল্য সুচক বেড়ে হয় ২০০। বাজারে পন্যের দাম ক্রমাগত বাড়তে থাকে। দেশটির সরকার ব্যাংক হার পরিবর্তন, নগদ জমার হার পরিবর্তন অথবা ঋনপত্র বিক্রয় করার মাধ্যমে দাম নিয়ন্ত্রন করার পদক্ষেপ গ্রহন করেছে।

ক. সুচক সংখ্যা কী? ১
খ. মুদ্রাস্ফীতির ফলে ঋনদাতা কীভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে B দেশের ২০১৭ সালের মুদ্রাস্ফীতির হার নির্ণয় কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রনে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ যথেষ্ট কী না? বিশ্লেষন কর। ৪

উত্তরঃ (ক)

কোন নির্দিষ্ট বছরের তুলনায় বিবেচন্য বছরে কোন দেশের অর্থনীতিতে গড় দামস্তরের উঠানামা তথা অর্থের মুল্যের হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাপ করার নিমিত্তে যে সংখ্যা ব্যবহার করা হয় তাকে সূচক সংখ্যা বলে।

উত্তরঃ (খ)

দ্রব্যমুল্যের ক্রমাগত বৃদ্ধিকে মুদ্রাস্ফীতি বলে।

মুদ্রাস্ফীতির সময় ঋনদাতা প্রদত্ত ঋনের সম পরিমান অর্থ ফেরত পেলেও তা দিয়ে পূবের চেয়ে কম পরিমাণ দ্রব্য সামগ্রী ক্রয় করতে পারে। ফলে ঋনদাতা প্রকৃতপক্ষে কম টাকা ফেরত পায়। অর্থ্যাৎ ঋনদাতার যখন ঋন দেয় তখন দ্রব্য সামগ্রীর যে দাম থাকে তার চেয়ে সুদাসল গ্রহন করার সময় দাম বেশি থাকে। তাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়।

উত্তরঃ (গ)

- মুদ্রাস্ফীতির হার কাকে বলে লিখতে হবে
- আমরা জানি,

  মুদ্রাস্ফীতির হার= $\frac{P_1-P_2}{P_0} X100$

  এখানে,

  P_0= ভিত্তি বছরে মুল্য সুচক

  P_1= চলতি বছরে মুল্য সুচক

  উদ্দিপকে দেয়া আছে,

  ২০১৬ সালে CPI = ১৫০

  ২০১৭ সালে CPI = ২০০

  অর্থ্যাৎ P_0= ১৫০

  P_1= ২০০

সুতরাং মুদ্রাস্ফীতির হার= $\frac{200-150}{150} X100$

$= \frac{50}{150} X100$

নির্ণেয় হার $= 3.33\%$

উত্তরঃ (ঘ)

উদ্দীপকে আর্থিক নীতি গ্রহন করেছে সরকার।

- আর্থিক নীতি কী?
- আর্থিক নীতির হাতিয়ার গুলো কীভাবে মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রন করে লিখতে হবে।
- মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রনে রাজস্বনীতি ও প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা ও গ্রহন করতে হয়। শুধুমাত্র আর্থিক নীতির গ্রহনের মাধ্যমে সম্ভব নয় পুরোপুরি নয়ন্ত্রন করা। রাজস্ব নীতি ও প্রত্যক্ষ ব্যবস্থা সমূহ আলোচনা করে উপ সংহার দিতে হবে।

বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য
অর্থনীতি ২য় পত্র
প্রশ্ন-উত্তর
মডেল প্রশ্ন-০৩

জনাব আবুল কালাম একটি বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরী করেন। তিনি যে বেতন ভাতা পান তার উপর নির্ধারিত হারে কর প্রদান করেন। এভাবে সরকার ব্যায় নির্ভাহের জন্য বিভিন্ন খাত থেকে অর্থ সংগ্রহ করে। আয়ের খাতগুলো মধ্যে আছে VAT, আবগারি শুল্ক, ভূমি রাজস্ব ইত্যাদি।

ক. ফি কাকে বলে? ১
খ. সরকারি ব্যয় কীভাবে কর্মসংস্থান ঘটায়? ২
গ. উদ্দীপকে জনাব আবুল কালামের প্রদানকত করটির প্রকতি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত করগুলোর মধ্যে পরোক্ষ কর চিহ্নিত কর যা ফাঁকি দেওয়া যায় না। ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তরঃ (ক)

সরকার কোনো ব্যাক্তিকে বিশেষ সুবিধা দানের বিনিময়ে তার কাছ থেকে পূর্ব নির্ধারিত হারে যে অর্থ আদায় করে তাকে ফি বলে।

উত্তরঃ (খ)

সরকারি কর্মকান্ড, পরিকল্পনা দেশ রক্ষ, দেশের অভ্যন্তরে আইন শৃঙ্খলা রক্ষ এবং টেসই অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সরকার যে অর্থ ব্যয় করে তাকে সরকারি ব্যয় বলে, দেশে পুর্ন কর্মসংস্থান অর্জন ও তা অর্জন করতে সরকারকে ব্যয় করতে হয়। পুন্য কর্মসংস্থানের জন্য নানা ধরনের উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহন ও বাস্তবায়ন, সরকারি প্রতিষ্ঠান সূহহে কর্মসুযোগ সৃষ্টি, গনপুর্ত কার্যক্রম পরিচালনা ও অন্যান্য উপায়ে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হয় সরকারি বায় বৃদ্ধি পেলে নতুন নতুন স্থাপনা তৈরি হয়। কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়।

উত্তরঃ (গ)

প্রত্যক্ষ কর।

- প্রত্যক্ষ কর কী লিখতে হবে।
- আয়কর কেন প্রত্যক্ষ কর লিখতে হবে। প্রত্যক্ষ করের বৈশিষ্ট লিখতে হবে।

উত্তরঃ (ঘ)

পরোক্ষ কর হচ্ছে VAT, আবগারি শুল্ক।

- পরোক্ষ কর কাকে বলে?
- কেন VAT, আবগারি শুল্ক পরোক্ষ কর লিখতে হবে। পরোক্ষ করের বৈশিষ্ট্য লিখতে হবে।
  যেহেতু এই করের বোঝা অন্যের উপর চাপানো যায়। অর্থ্যাৎ এই কর দ্রব্যের দামের সংগে আদায় করা যায়। এ কর ফাঁকি দেয়া যায় না।

বেপজা পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ চট্টগ্রাম

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য
অর্থনীতি ২য় পত্র
প্রশ্ন-উত্তর
মডেল প্রশ্ন-০৪

A দেশের সরকার মেট্রোরেল প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৫০% এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক এবং বিশ্ব ব্যাংকের ঋন সহায়তা নিয়ে এবং অবশিষ্ট ৫০% ব্যায় সরকারি বন্ড, ঋনপত্র, সঘঞ্চয়পত্র বিক্রি এবং বন্ধু রাষ্ট্র থেকে দীর্ঘমেয়াদি ঋন গ্রহনের মাধ্যমে মিটানোর সিদ্ধান্ত গ্রহন করেছে।

ক. আবগারি শুল্ক কী? ১
খ. প্রত্যক্ষ কর ফাঁকি দেয়ার প্রবনতা বেশি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের আলোকে ঋনের অভ্যন্তরীন উৎসগুলো চিহ্নিত কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উল্লেখিত বৈদেশিক উৎসগুরো চিহ্নিত করত: সরকারের বৈদেশিক উৎসের পরিবর্তে অভ্যন্তরীন উৎস হতে ঋন গ্রহন করা মঙ্গলজনক- বিশ্লেষন কর। ৪

উত্তরঃ (ক)

দেশের অভ্যন্তরে উৎপাদিত পন্যের উপর আরোপিত শুল্ক কে আবগারি শুল্ক বলে।

উত্তরঃ (খ)

যে করের করাঘাত ও করাপাত একই ব্যাক্তির উপর পড়ে তাকে প্রত্যক্ষ কর বলে। যেমন আয়কর, ভূমি কর। এ সকল করের ভার সরাসরি কর দাতাকেইবহন করতে হয়। অন্যের উপর পাপানো যায় না। তাই এ কর ফাঁকি দেয়ার প্রবনতা থাকে।

উত্তরঃ (গ)

সরকারি বন্ড, সঞ্চয়পত্র, ঋনপত্র।

- ঋনের অভ্যন্তরীন উৎস কী লিখতে হবে।
- অভ্যন্তরীন উৎস যেমন- কেন্দ্রীয় ব্যাংক, বানিজ্যিক ব্যাংক, অ-আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ব্যাক্তির কাছ থেকে ঋন গ্রহন ইত্যাদি আলোচনা করতে হবে সংক্ষেপে।

উত্তরঃ (ঘ)

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক, বিশ্ব ব্যাংক এবং বন্ধু রাষ্ট্র

- বৈদেশিক উৎস কী?
- বৈদেশিক উৎস গুলো আলোচনা করতে হবে সংক্ষেপে।
- অভ্যন্তরীন উৎস হতে ঋন গ্রহন মঙ্গলজনক বৈদেশিক উৎস থেকে গ্রহনের চেয়ে। কারণ বৈদেশিক ঋনের ভার বেশি। আলোচনা করতে হবে উৎস দুটির তুলনামুলক সুবিধা ও অসুবিধা অংশ থেকে।

২০১৯-২০২০ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য
অর্থনীতি ২য় পত্র
প্রশ্ন-উত্তর
মডেল প্রশ্ন-০৫

জনাবা নাহিদা আফরোজ একজন অবসর প্রাপ্ত চাকুরীজীবি। তিনি সাধারণ ভবিষ্যৎ তহবিল ফান্ড থেকে ৩০ লক্ষ টাকা পেয়েছেন। তার মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে IPO এর মাধ্যমে শেয়ার ক্রয় করেছেন এবং ২০ লক্ষ টাকা দিয়ে শেয়ার বাজার থেকে কিছু শেয়ার কিনেছেন।

ক. বোনাস শেয়ার কী? ১
খ. বন্ড থেকে আয় প্রাপ্তি পূর্ব নির্ধারিত এবং নিশ্চিত আয় প্রাপ্তি পূর্ব নির্ধারিত এবং নিশ্চিত ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে জনাবা নাহিদার ক্রয়কৃত প্রথোমক্ত শেয়ারটির প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে জনাবা নাহিদার শেষোক্ত বিনিয়োগ ঝুঁকিপুর্ন হলেও অধিক মুনাফা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে- বিশ্লেষন কর। ৪

উত্তরঃ (ক)

সাধারণ শেয়ার হোল্ডারদের প্রাপ্য লভ্যাংশের বিনিময়ে তাদের কে যে পুর্ন আদায়ী শেয়ার বন্টন করা হয় তাকে বোনাস শেয়ার বলে।

উত্তরঃ (খ)

কোম্পানী তার গৃহীত ঋনের কথা স্বীকার করে ঋনদাতাকে যে দলিল প্রদান করে তাকে বন্ড বলে।

এ দলিলে ঋনকৃত অর্থের পরিমাণ, ঋন পরিশোধের নিশ্চয়তা, সুদের হার, পরিশোধের তারিখ ইত্যাদি উল্লেখ থাকে।

বন্ডের ধারককে একটি নির্দিষ্ট হারে সুদ প্রদান করতে হয়। যা তার আয় ও বটে। কোম্পানীর লাভ হোক বা না হোক এ সুদ পরিশোধ করতেই হয়। তাই বলা হয় বন্ড থেকে প্রাপ্ত আয় পূর্ব নির্ধারিত এবং নিশ্চিত।

উত্তরঃ (গ)

প্রাইমারি শেয়ার

- প্রাইমারি শেয়ার কাকে বলে লিখতে হবে।
- প্রাইমারি শেয়ারের বৈশিষ্ট বর্ণনা দিতে হবে।

উত্তরঃ (ঘ)

মাধ্যমিক শেয়ার

- মাধ্যমিক শেয়ার কাকে বলে লিখতে হবে।
- মাধ্যমিক শেয়ারের বৈশিষ্ট্য লিখতে হবে।
- শেয়ারের দাম বাড়লে বিনিয়োগ কারীরা দাম বৃদ্ধির অনুপাতে লাভবান হন এবং দাম কমলে সে অনুপাতে ক্ষতিগ্রস্থ হন। অর্থ্যাৎ ঝুঁকি থাকলেও অধিক মুনাফা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।